DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE

(FORMERLY DAKSHIN BARASAT COLLEGE)

ESTD. - 1965

A NAAC Accredited Degree College Affiliated to University of Calcutta

P.O. - DakshinBarasat Dist. - South 24 Parganas West Bengal Pin - 743372

E-mail:dchcollege@yahoo.com, Website: www.dchcollege.org

Phone: (03218) -222550 (Prin.) /223-668 (Off.)

Ref. No. ……..... ***Date:24/12/2024***

নোটিশ

বি.এ., বি. এস. সি., বি. কম. অনার্স ও জেনারেল সেমেস্টার-১ (Four year Hons. & Three year MDC, under CCF, 2022)- এর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, CVAC-Constitutional Values–এর উপর তোমাদের একটি Research Project করতে হবে। সেই প্রজেক্টটি PDF করে নির্দিষ্ট গুগল ফর্ম পূরণ করে একসাথে পাঠাতে হবে।

প্রজেক্টের বিষয়ঃ ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক কর্তব্যগুলি লেখো এবং মৌলিক কর্তব্যগুলির মূল্যবোধ ও তাৎপর্যগুলি আলোচনা করো।

শব্দ সংখ্যাঃ ১২০০ শব্দের মধ্যে লিখতে হবে। PDF 5MB-এর মধ্যে হতে হবে।

জমা দেওয়ার সময়সীমাঃ ১৬ই জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ১৮ই জানুয়ারি ২০২৫ এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

কভার পেজঃ প্রজেক্টের শুরুতে যে কভার পেজ করতে হবে তার নমুনা দেওয়া হল এবং প্রজেক্টের একটি নির্দেশিকাও PDF করে দেওয়া হল।

গুগল ফর্ম লিঙ্কঃ

Google form link for submission of CVAC Research Project—

https://forms.gle/n46Bis2G6o9BuMiRA

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372

মৌলিক কর্তব্য: উদ্ভব; মূল্যবোধ ও তাৎপর্য
(Fundamental Duties: emergence; value and significance)

মানবজীবনে অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক একটি বিষয়। সেক্ষেত্রে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অর্থহীন। অধিকার হল এমন একটি উন্নত পরিবেশের অবস্থা যেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। অন্যদিকে কর্তব্য বলতে ব্যক্তির অধিকার ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু দায়িত্ব পালন করাকে বোঝায়। অধিকার ও কর্তব্য যেহেতু পরস্পরের পরিপূরক সেহেতু একজনের অধিকারভোগের মাত্রা অন্যের কর্তব্যপালনের উপর নির্ভরশীল। অধিকার ও কর্তব্য হল একই মুদ্রার দুটি পিঠ। ল্যাস্কির মতে, "কর্তব্যহীন অধিকার নীতিহীন উপকথার মতোই মূল্যহীন।"

সংবিধানের অধীনে অধিকারের ধারণাটি বাস্তবসম্মত হতে পারে না, যতক্ষণ না সমস্ত মানুষ তাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, হাঙ্গেরি, জাপান এবং ইতালির মতো দেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, মৌলিক কর্তব্যগুলিকে ব্যক্তির জন্য নির্দেশক নীতি হিসাবে দেখা হয়, যা কেবলমাত্র তার আচরণকে সীমাবদ্ধ করে না বরং তাকে সৃজনশীল ও জাতির একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে তার ভূমিকাকেও নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রিত করে।

উদ্ভব (Emergence)

প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে, কর্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কারণ সেই সময় এই বিশ্বাসই ছিল যে, আপনি যদি আপনার কর্তব্যগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন তবেই আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার

অধিকার পাবেন। প্রাচীন ভারতে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, *ভগবদ্গীতা* এবং *মহাভারত* উভয়ই রাজধর্মের ধারণার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা প্রদান করে। তবে তা সাধারণ মানুষের দ্বারা অনুশীলন করা ধর্মের বিপরীতে। এক্ষেত্রে রাজধর্ম বলতে রাজার কর্তব্যপালনকেই বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বাস্তববাদী ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ কৌটিল্য তাঁর *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থে রাজার কর্তব্যকর্মকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, রাজার কর্তব্য হল রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, রাজ্যের অস্তিত্বকে নিরাপদ করা, প্রজাদের কল্যাণ সাধন করা, অপরাধীকে দণ্ড দান করা, সৎ ও নির্দোষ প্রজাদের সুরক্ষিত করা, নিজের স্বার্থকে উপেক্ষা করে প্রজাদের স্বার্থ চরিতার্থ করা ইত্যাদি।

অর্থাৎ ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহের উদ্ভবের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রভাবকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কার্যত মৌলিক কর্তব্যসমূহকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন আদর্শকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে জাতীয় আন্দোলনের পর্ব পর্যন্ত ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সব সময়েই রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক ও প্রজা সকলেরই কর্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে এই পর্বে ব্যক্তির কর্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হলেও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রটি ছিল যথেষ্ট সংকুচিত।

ভারতের মূল সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের কোনো উল্লেখ ছিল না। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ-ক (Part IV-A) অংশে ৫১-ক ধারায় ভারতের নাগরিকদের জন্য মৌলিক কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য ভারতের মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখযোগ্য উৎস হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যগুলির কথা যেমন বলা যায়, তেমনি একই সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের ২৯(১) নং ধারায় উল্লিখিত ধারাও এক্ষেত্রে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের ২৯(১) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে, যেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাধীন ও পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব।"

তবে, ভারতের মৌলিক কর্তব্যের উদ্ভবের ক্ষেত্রে ১৯৭৬ সালে গঠিত স্বরণ সিং কমিটির প্রতিবেদনের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য স্বরণ সিং কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনটি গৃহীত হয় এবং ভারতের সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বরণ সিং কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আটটি মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়। যথা (১) সংবিধান

ও আইনকে সম্মান করা এবং মেনে চলা; (২) জাতির সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখা এবং এমনভাবে কাজ করা যাতে এর ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় থাকে এবং শক্তিশালী হয়; (৩) সংবিধানে বর্ণিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে সম্মান করা এবং এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকা যা তাদের মর্যাদা বা কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে; (৪) দেশকে রক্ষা করা এবং সামরিক পরিষেবা সহ জাতীয় পরিষেবা প্রদান করা, যখন এটি করার জন্য কাউকে বলা হবে; (৫) যেকোনো উপায়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে রক্ষা করা; (৭) রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির বাস্তবায়নে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান এবং জনগণের সাধারণ মঙ্গলকে উন্নীত করা, যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের স্বার্থ রক্ষা করা যায়; (৭) সহিংসতা পরিহার করা, সরকারি সম্পত্তির সুরক্ষা করা এবং এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকা যা এই ধরনের সম্পত্তির ক্ষতি ও ধ্বংস করতে পারে, এবং (৮) আইন অনুযায়ী কর প্রদান করা।

স্বরণ সিং কমিটির অনেক সুপারিশকে কংগ্রেস গ্রহণ করেনি, সেকারণে সেগুলি সংবিধানেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই সুপারিশগুলি হল: (১) কোনো মৌলিক কর্তব্য অমান্য করলে বা মান্য করতে অস্বীকার করলে পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে; (২) মৌলিক অধিকারের বিরোধী, এই যুক্তির ভিত্তিতে কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না; (৩) সরকারকে কর প্রদান নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হবে।

মূল্যবোধ ও তাৎপর্য (Value and Significance)

সংবিধানের চতুর্থ-ক (Part IV-A) অংশে ৫১-ক ধারায় উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যগুলির একাধিক মূল্যবোধ ও তাৎপর্য বা গুরুত্ব রয়েছে।

প্রথমত, সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যগুলি প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করার পাশাপাশি একটি মহান জাতি গঠনের ক্ষেত্রে তাদের কিছু দায়িত্ব পালন করার আবশ্যকতা আছে।

দ্বিতীয়ত, মৌলিক কর্তব্যসমূহ দেশের নাগরিকদের জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও অসামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। যেমন—জাতীয় পতাকা পোড়ানো, জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা, সরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট করা ইত্যাদি অপকর্মের ব্যাপারে নাগরিকগণ সতর্ক হয়ে যান।

তৃতীয়ত, মৌলিক কর্তব্যসমূহ নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা ও শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তোলে।

চতুর্থত, মৌলিক কর্তব্যসমূহ নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সঞ্চারিত করার পাশাপাশি

দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁদের অঙ্গীকারবোধকেও সঞ্চারিত করে।

পঞ্চমত, মৌলিক কর্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতা এবং সেগুলি লঙ্ঘনের প্রচেষ্টার ফলে বিচার বিভাগ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ষষ্ঠত, আইনগত দিক থেকেও মৌলিক কর্তব্যসমূহ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মৌলিক কর্তব্য অমান্য করলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জরিমানা বা দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করতে পারে।

সপ্তমত, আইনের বৈধতা কিংবা সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে মৌলিক কর্তব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রে বিচারের কোনো আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সে ক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহ আদালতকে সাহায্য করে থাকে।

অষ্টমত, ভারত একটি বিশাল দেশ, যেখানে ধর্ম, জাতি, ভাষাগত দিক থেকে বিভিন্নতা রয়েছে। মৌলিক কর্তব্যগুলি দেশের নাগরিকদের এই মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে সম্মান ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

নবমত, গণতন্ত্রের একটি মূল দিক হল নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। মৌলিক কর্তব্যগুলি রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের চেতনাকে জাগ্রত করে থাকে। মৌলিক কর্তব্যসমূহ নাগরিকদের মধ্যে এমন অনুভূতি তৈরি করে যে, নাগরিকরা নিছক দর্শক নয়, জাতীয় লক্ষ অর্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

দশমত, মৌলিক কর্তব্য নাগরিককে তার সামাজিক ও নাগরিকত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং তাই এমনভাবে সমাজকে গঠন করে যেখানে সকলেই তার সহনাগরিকদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের প্রতি আন্তরিক এবং বিবেচনাশীল হয়ে ওঠে।

মূল্যায়ন

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যগুলি ভারতের নাগরিক ও সংবিধানের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেছে। মৌলিক কর্তব্যগুলি রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পাশাপাশি আধুনিককালের ধ্যানধারণাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। তাছাড়া, সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহ দেশের নাগরিকদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সজাগ করেছে। যার প্রেক্ষিতে নাগরিকগণ দেশের প্রতি ও তার সহনাগরিকের প্রতি সমানভাবেই শ্রদ্ধাশীল। মৌলিক কর্তব্যসমূহ ব্যক্তির মধ্যে এই বোধকেই জাগ্রত করে যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে মৌলিক অধিকারের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, পাশাপাশি অধিকারগুলি ভোগ করার জন্য ব্যক্তির কিছু মৌলিক কর্তব্য পালন করাও একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। কারণ কর্তব্য ব্যতিরেকে অধিকারভোগের কোনো গুরুত্বই নেই।

৫১-ক ধারা : কর্তব্যসমূহ
(Article 51A : Enumerated Duties)

কর্তব্য ব্যতীত যে নাগরিকদের অধিকারভোগ সম্ভব নয়, সেই উপলব্ধি থেকে স্বরণ সিং কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের চতুর্থ অংশে ৪-ক (IV-A) নামক একটি নতুন অংশে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলিকে সংযোজন করা হয়। উলেখ্য এই অংশের ৫১-ক নং ধারায় ভারতের নাগরিকদের জন্য ১০টি মৌলিক কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০০২ সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৫১-ক ধারাটির মধ্যে একটি নতুন মৌলিক কর্তব্য সংযোজিত করা হয়। ফলে বর্তমানে সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের মোট মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা ১১।

সংবিধানের ৫১-ক ধারায় উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহ:

(১) সংবিধান মান্য করা এবং সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্র (National Anthem)-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন (To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem);

(২) যে সুমহান আদর্শগুলি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেগুলিকে পোষণ ও অনুসরণ করা (To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom);

(৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা (To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India);

(৪) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া

দেওয়া (To defend the country and render national service when called upon to do so);

(৫) ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত ভারতীয় জনগণের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ এবং নারীর মর্যাদাহানিকর আচরণ পরিত্যাগ করা (To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women);

(৬) আমাদের জাতীয় মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে সম্মান ও সংরক্ষণ করা (To value and preserve the rich heritage of our composite culture);

(৭) বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও তার উন্নতিসাধন করা এবং সকল জীবিত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ববোধ প্রদর্শন (To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures);

(৮) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতাবোধ এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সাধন করা (To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform);

(৯) সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন করার শপথ গ্রহণ করা (To safeguard public property and to abjure violence);

(১০) জাতি যাতে উদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে সতত উন্নীত হয়, সেজন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করা (To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement);

(১১) প্রত্যেক পিতামাতা বা অভিভাবককে তাঁর ৬-১৪ বছরের মধ্যবর্তী বয়সের নিজ সন্তান বা প্রতিপাল্যকে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে (Provide opportunities for education to his child or ward between the age of six and fourteen years)।

মৌলিক কর্তব্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি

বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যথা:

প্রথমত, প্রকৃতিগতভাবে মৌলিক কর্তব্যগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়: (১) পৌর কর্তব্য এবং (২) নৈতিক কর্তব্য। সংবিধান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান করা এগুলি পৌর কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত। পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহৎ আদর্শগুলিকে লালন করা নৈতিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহ শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য; এই কর্তব্যগুলি বিদেশিদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির মতো মৌলিক কর্তব্যগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। কারণ মৌলিক কর্তব্যগুলি মেনে চলার ক্ষেত্রে সংবিধান কর্তৃক কোনো বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা করা হয়নি এবং কর্তব্য লঙ্ঘনের কারণে কোনো শাস্তিবিধানের ব্যবস্থাও করা হয়নি। তবে, এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে মৌলিক কর্তব্য লঙ্ঘনের জন্য পার্লামেন্ট আইন পাস করতে পারে।

চতুর্থত, মৌলিক কর্তব্যসমূহ নাগরিকদের দেশ ও সহনাগরিকদের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

মূল্যায়ন

ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক কর্তব্যসমূহের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মৌলিক কর্তব্যগুলি ভারতের নাগরিকদের নৈতিক কর্তব্যবোধের ক্ষেত্রে এক অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। তবে কর্তব্যগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয় বলে এর গুরুত্ব নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় মৌলিক কর্তব্যসমূহ আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও এগুলির সাংবিধানিক ও আইনগত গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। পরিশেষে বিশিষ্ট সংবিধান বিশারদ সুভাষ সি. কাশ্যপ তাঁর *Our Constitution* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে আনুগত্য আনার জন্য জনমত তৈরি করতে হবে। নাগরিক কর্তব্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে; এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে প্রতিটি নাগরিক গর্ব বোধ করতে পারে এবং জাতির প্রতি সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয়ে ওঠে, নিজের সামাজিক ঋণশোষ করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।"

DHRUBA CHAND HALDER COLLEGE

{Research Project For CVAC 2 (Constitutional Values)} CCF

System 1st Semester Examination 2024

Name	

Calcutta University Roll Number													

Calcutta University Registration Number															

1ST Semester	**Year-2024**
Stream (B.A./B.Sc./B.Com.)	
Course (Hons/Gen)	
Subject	**CVAC 2**
Date of Project Submission	